দৈনিক ইন

20 JUL 1986

৮ কলাম

উপজেলা পরিক্রমাঃ

আমতলী

।। খন্দকার মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর ।।

বরগুনা জেলার উপজেলা আমতলী। এ উপজেলার উত্তরে পটুয়াখালী সদর উপজেলা, পূর্বে গলাচিপা ও কলাপাড়া উপজেলা, পশ্চিমে মির্জাগঞ্জ ও বরগুনা সদর উপজেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পায়রা নদীর পূর্ব তীরে উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত।

এ উপজেলার আয়তন ৫৮৫ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ২ লাখ ২৫ হাজার ৮শ' ৯৭ জন। লোকসংখ্যার ১ লাখ ১৪ হাজার ৯০ জন পুরুষ এবং ১ লাখ ১১ হাজার ৮শ' ৭ জন মহিলা। বর্তমানে এ উপজেলায় ১১টি ইউনিয়ন, ১৯৯টি গ্রাম ও ৭৯টি মৌজা রয়েছে। পরিবারের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৮শ' ৭১টি। সক্ষম দম্পতির সংখ্যা ৪২ হাজার ৬২টি।

শিক্ষা

এ উপজেলায় ২৯ হাজার ৮শ' ৬৪ জন শিক্ষিত পুরুষ এবং ১ হাজার ৬শ' ৩৬ জন শিক্ষিত মহিলা রয়েছে। শিক্ষিতের হার শতকরা ২৫.৪ জন। এখানে ১টি ডিগ্রী কলেজ, ৪০টি মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৪টি মাদ্রাসা ও ১০৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দৈনদশা দেখা দিয়েছে। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের অভাব, কোনটিতে আসবাবপত্র নেই। কোনটির গৃহের অবস্থা বড়ই করুণ। এমনকি কোন কোন প্রতিষ্ঠানে বর্ষা মওসুমে ক্লাশ বন্ধ থাকে। কোন কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বেতন দীর্ঘদিন থেকে বাকি। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে এ উপলোর শিক্ষা ব্যস্থা।

যোগাযোগ

প্রায় ৪০ মাইলের আমতলী উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার একমাত্র অবলম্বন ২/১টি লঞ্চ ও নৌকা। শুকনা মওসুমে পায়ে হেঁটেই যোগাযোগ করতে হয়। রাস্তাঘাটের মধ্যে পায়রার তীরে ওয়াপদার ভেড়ীবাঁধ ও পটুয়াখালী-কলাপাড়া রাস্তা ছাড়া উন্নত কোন রাস্তা নেই। ৩ কিলোমিটার পাকা রাস্তা উপজেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সব মিলিয়ে ১ হাজার ১২৭ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা রয়েছে। বর্ষায় এ সকল রাস্তায় চলাচল খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। নৌকায় চলাচল করতে হয়।

স্বাস্থ্য

উপজেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত নয়। ৩টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ৩১ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল রয়েছে। হাসপাতালের সাথে নৌ-পথে বা সড়কপথে যোগাযোগের ব্যবস্থা না থাকায় জনসাধারণ এ হাসপাতাল থেকে কোন উপকার পাচ্ছে না। চিকিৎসার জন্য পটুয়াখালী, বরিশাল ও ঢাকা যেতে হয়।

কৃষি

উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে ধান উল্লেখযোগ্য। প্রধানত আমন ধান সবচেয়ে বেশী চাষ হয়ে থাকে। বিভিন্ন জাতের আমন ধানের মধ্যে বালামের নাম বাংলাদেশের সর্বত্র পরিচিত। আউশ ও ইরি চাষ সামান্য হয়ে থাকে। ওয়াপদার ভেড়ীবাঁধের জন্য আউশ চাষ সীমিত। অধিকাংশ জমিই এক ফসলী। পাম্পের সাহায্যে সামান্য ইরি চাষ হয়ে থাকে। উৎপাদন খরচ বেশী হওয়ায় ইরি চাষ প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। বৃষ্টি ও জোয়ারের পানির ওপর নির্ভর করে এলাকার চাষাবাদ। একর প্রতি গড় উৎপাদন ২০-২৫ মণ। উঁচু জমিতে সামান্য পাট জন্মে। রবিশস্যের মধ্যে মিষ্টি আলু, মরিচ, খিরাই, ফুট, তরমুজ, মিষ্টি কুমড়া, খেসারী, মুগ উল্লেখযোগ্য। বাড়ির আঙ্গিনায় পেঁপে, বোম্বাই মরিচ, বিভিন্ন জাতের কলা, লাউ, সীম, বরবটি কিছু কিছু উৎপন্ন হয়। ফলের মধ্যে আম, কাঁঠালসহ লেবু, আমড়া, পেয়ারা, জামরুল, কাউ ফল, গাব, খেজুর, তাল, নারিকেল, সুপারী মোটামুটি জন্মে। এখানে খেজুরের ও তালের গুড় উৎপাদিত হয়ে থাকে।

এককালে এ এলাকায় মাছ পর্যাপ্ত থাকলেও বর্তমানে উৎপাদন কমে আসছে। সকল প্রকারের মাছ কম বেশী এ উপজেলায় দেখা যায়। বেশ কিছু মাছ এখান থেকে বিক্রি করা হয়। রফতানীযোগ্য মাছের মধ্যে বাগদা ও গলদাসহ অন্যান্য প্রকারের চিংড়িমাছ এবং ইলিশ মাছ প্রধান। গৃহপালিত পশুর মধ্যে মহিষ, গরু ও ছাগল প্রধান। হাঁস, মুরগী ও কবুতর কম বেশী সব বাড়িতে দেখা যায়।

বাজার

এ উপজেলায় বড় বড় বেশ কয়েকটি হাটসহ মোট ৫৩টি হাট-বাজার আছে। নৌকা অথবা পায়ে হেঁটে এ সকল হাটে যেতে হয়।

শিল্প

এখানে উল্লেখযোগ্য কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই। সোনা, রূপা, লোহা ও বাঁশের তৈরী কিছু কুটির শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদিত হয়।

ব্যবসা

এ উপজেলা থেকে ধান-চাল, মাছ, গরু-ছাগল, হাঁস মুরগী ও তরিতরকারি বিক্রি হয়। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে তেল, লবণ, কাপড়সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উল্লেখযোগ্য। বেশ কিছু লোক ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

বহু জেলে পরিবার এ উপজেলায় মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। অনেকের নৌকা ও জাল কেনার সামর্থ না থাকায় অন্যের সাথে মজুরিতে কাজ করে। জেলেদের একটি সমিতি রয়েছে। এ সমিতি জেলেদের উন্নয়নের জন্য কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

যুবকদের আগ্রহে বেশ কয়েকটি জনকল্যাণমূলক সংগঠন গড়ে উঠলেও বর্তমানে নির্জীব অবস্থায় আছে। উন্নয়নমূলক কোন প্রকল্প এ এলাকায় নেয়া হচ্ছে না।

অবসর বিনোদনের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। হা-ডু-ডু ও ফুটবল এলাকার প্রচলিত খেলা। খেলাধুলার মান উন্নয়নের কোন ব্যবস্থা নেই।

ব্যাংক ব্যবস্থা

এ উপজেলার ১১টি ইউনিয়নে মাত্র ৩টি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৩টি কৃষি ব্যাংক ও ৩টি গ্রামীণ ব্যাংক কাজ করছে। এগারটি ইউনিয়নে ৯টি ব্যাংক কম নয়। কিন্তু সেবার ব্যাপারে দেখা যায় ৩টি গ্রামীণ ব্যাংক শুধুমাত্র পল্লীর ভূমিহীন বিত্তহীনদের ঋণ সুবিধা দিচ্ছে।